সবুজ তারা

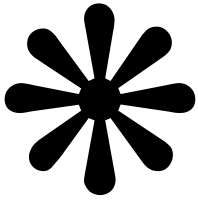

গার্গী ভট্টাচার্য

Sobuj Tara

Gargi Bhattacharya

++++++

Copyrighted material

তাদের, যাদের কথা লিখেছি ----!!!

গল্প

বিউটি কুইন

রাম সিংহ বহুদিন ধরেই পরবাসে। দেশে, নানান ভাবে অপমানিত হয়ে স্থায়ীভাবে বিদেশে থিতু হয়েছে। ছোটখাটো কাজ করে করেই নাগরিকত্ব জুটিয়ে ফেলেছে। পেশায় ব্লক চেন কর্মী এই যুবক, ঝোঁকের বশে রাস্তায় খাবার ফেরি করতে শুরু করে। সবাইকে বাটার চিকেন, ল্যাম্ব কোর্মা, টিক্কা মসালা খাওয়াবার জন্য। অল্প পয়সায় খাবার বিক্রি করে রাম। এইদেশে, নষ্ট হতে চলা খাবার মানে যা অতিরিক্ত বলে লোকে ফেলে দেবার কথা ভাবে সেইসব খাবার

গুছিয়ে নিয়ে অনেক সংস্থা দরিদ্র লোকেদের ফ্রিতে বিলিয়ে দেয় । পাঁচদিন এইসব দোকান খোলা থাকে । অনেকে ডোনেট করেও যায় । রাম সিংহ ; সেই প্রথা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই নিজের ফুড প্যাকেট চালু করে । কাজের শেষে বিকেলে, পথের ধারে নিজের ভ্যান নিয়ে খাবার বিলি করা এই যুবক সুস্বাদু খানার জন্য নাম কেনে । একটা সময় ওর চাকরি চলে যায় । তখন এইসব খাবার বিক্রি করতে শুরু করে । কিছু মানুষকে হোম ডেলিভারি দিতে যায় । সেইরকম এক মানুষ, সেনা অফিসার টবি জোহান ।

অবসর নিয়ে টবি একা থাকে । লোকটি অনেক খাবার কেনে । খেতে খুব ভালোবাসে । রামের কিছু সুবিধে হয় এতে । বাঁধাধরা খদ্দের টবি জোহান । কিন্তু বাধ সাধলো বিউটি কুইন রোমিলা ।

বিউটি কুইন সত্যি সে হয়েছিলো । পরে মোশান পিক্চারে কিছু করতে পারেনি অভিনয় না জানায় । অপরূপা ও সুন্দর ফিগারের এই নারী , টবির বাসায় কাজ করতে আসে । ঝাড়াপোছা । সাফ সুতরো ।

কপাল পোড়ে রামের । বিউটি কুইনের রান্না করা অখাদ্য খানাই আজকাল টবি খায় ; গোগ্রাসে ।

রামের সুস্বাদু খাবার আর মনে ধরেনা তার ।

কেবল ওকে বলে :: তোমায় পরে হোম ডেলিভারির জন্য ডাকবো । আচ্ছা, বল দেখি কী খাবার খাওয়ালে বিউটি কুইনকে খুশী করা যায় । আছে কিছু তোমাদের ইন্ডিয়ায় এমন খাবার ? অনেক মুসলিম নাকি বিরিয়ানি কী তাই জানেনা । ওটাকে পাকিস্তানের পুলাউয়ের সাথে গুলিয়ে ফেলে ।

টবি--আরো বলে যে বিরিয়ানির জন্ম কোথায় হয়েছিলো ? বিউটি কুইন কি বিরিয়ানি খাবে আর খেয়ে টবিকে চাইবে ?

আর চাকরি, খাবারের প্যাকেট ছেড়ে রামকে এখন নামতে হয়েছে বিরিয়ানি গবেষণায় কারণ টবি খুশী হলে আসতে পারে নিয়মিত বিরিয়ানির অনেক অনেক অর্ডার ।

নিশা মধুলিকা

নিশা-মধুলিকা একজনেরই নাম । বয়স্ক এই ভদ্রমহিলার দরিয়ার মতন দিল । এত উপকারি লোক আজকাল খুবই কম মেলে । রাস্তায় আহত হয়ে পড়ে থাকলেও লোকে আজকাল দেখেনা সেই যুগে নিশার মমতা আর মায়াবী মনের পরশ অনেকেই পায় ।

নিজের পরিবারের সাথে সাথে বাইরের লোকের জন্যেও খুব ভাবে । সবসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ।

নিজের দেশ থেকে আত্মীয়স্বজন আসে , নানান ব্যাপারে সাহায্য নেয় ওর কাছে । কাউকে মোটর কিনে দিয়েছে তো কারো মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে নিশা ।

ওর সাথে কথা বললে মনে হয় যে ওর পরিবারের লোকেরা ওর খুবই কাছের মানুষ ।

বোনের ছেলে, বিদেশে এসে স্পোর্টস্ শিখবে নিশার বাড়ি থেকে । অন্য কেউ এসে দেহের চিকিৎসা করবে সেই নিশার বাসা থেকেই । ভাই আসবে বিদেশ ঘুরতে । সেও নিশার বাড়ি থেকেই শুরু করবে যাত্রা ।

এত জনপ্রিয় একজন, যার হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হয় আপনজনের কথাকলি সেই ব্যাক্তিই একদিন অনেক দু:খে বলে ওঠে , আজ এরা আমাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে অথচ একদিন এমন ছিলো যে বাড়ির পচা ডিমটা আমাকে ওমলেট করে দিতো আমার মা । কুকুর কোনো খাবারে মুখ দিয়ে গেলে সেই খাবার ফেলে না দিয়ে মা আমাকে খেতে দিতো । সবার ওল্ড জামা ও পোশাক আমি পরতাম আর ছেঁড়া জুতো ও বিছানা , বালিশ ছিলো আমার অঙ্গরাগ । শীতকালে পুকুরের শীতল জলে স্নান করতাম সবার শেষে, সব কাজ হয়ে গেলে আর অসুস্থ হলে, কষ্ট পেলেও মা উঁকি দিতো না । মায়ের নয়টি সন্তান । বলতো -- কচি কাঁচাদের ফেলে ওকে আর কখন দেখবো আমি ?

ছোট ভাইবোনগুলো আমারই কোলে পিঠে মানুষ । পরে আমি বিদেশে চলে আসি সহ্য করতে না পেরে । এখানে আমি প্রাণ হাতে নিয়ে, এক বোটে চড়ে আসি

আর সেলাইয়ের কোর্স করে করে নিজেকে দাঁড় করাই । অনেক দু:খ সয়েছি একা বিদেশে ; কেউ ছিলো না চোখের জল মুছে দেবার । অথচ আজ আমার পরিবারের ওরাই **আমাকে এত কাছের বলে ।**

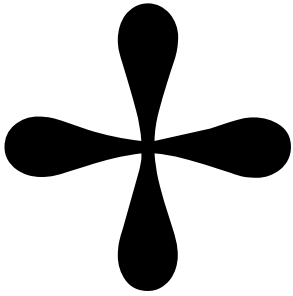

মালি

মালি এসেছিলো হেমন্তের আগে । একটা গাছ পরীক্ষা করতে । গাছটা মনে হল মরে গেছে । এত বড় একটি বৃক্ষ যদি হঠাৎ ঝড়ে ভেঙে পড়ে তাই মালিকে ডাকা ।

মালি এলো বিকেলে । গাছটাকে খুট্‌খুট্‌ করে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করে দেখলো তারপর বললো যে বসন্ত অবধি দেখো, পাতা আসে কিনা নাহলে কেটে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে । তবে মনে হচ্ছে না যে এই গাছটা খুব নড়বড়ে হয়ে গেছে ।

মালিকে দেখে মায়া হয় । বয়স প্রায় একশো । ঝুঁকে চলে । নীলাভ চোখে একটু কম দেখে । তবুও কাজ করতে হয় । নাহলে খাবারের ব্যবস্থা করতে পারবে না । সরকার যা দেয় তা দিয়ে কোনরকমে চলে । সন্তান আছে কিন্তু কেউ দেখেনা । ওরা বলে যে অনেক

তো বাঁচলে, এবার ওদিকে যাবার ব্যবস্থা করো । আমাদের ভুগিয়ে কী হবে ? আমাদেরও বয়স হল ।

সন্তানেরা ওর জন্য কফিন কিনে রেখেছে । ফিউনেরাল খরচও জুটিয়েছে । বলে ,পাপা মরো, মরো -শুধু মরে গিয়ে দেখো আমরা কী করি তোমার ফিউনেরালে । তোমার প্রিয় **চেরি রঙ** এর ,বড় ; পালিশ করা একটা কফিন কিনেছি তোমার জন্য । তোমার ফিউনেরালে বাজাবো তোমার প্রিয় গান, হিল দা ওয়ার্ল্ড, মেক ইট আর বেটার প্লেস ,ফর ইউ অ্যান্ড ফর মি অ্যান্ড এন্টায়ার হিউম্যান রেস ----!!!

মৃত্যু পথযাত্রী মালি তবুও একমনে বাগান করে । শখে নয় প্রয়োজনে ।

বৃদ্ধ মালির অবশ্য এখনও একটি সাধ আছে । সেঞ্চুরি করা । বলে : সবাই দেখবে ৯৯ বা ৯৮ তেই মারা যায় । আমি একশোটায় যেতে চাই তাই বাচ্চাদের সব অপমান হজম করেও গডকে বলি-- আমাকে আর কিছুদিন সময় দাও প্রভু ।

ভ্লগ- VLOG

রুমাকে যারা মেরেছে তারা সব খবর নিয়েই গিয়েছিলো । ওর সমস্ত গয়না , দামী আসবাবপত্র , কাঞ্জিভরম, বেনারসি শাড়ির বাহার লুটেপুটে নিয়েছে যারা , তাদেরকে সমস্ত কিছুর হদিস দিয়েছে রুমা নিজে ।

আসলে গৃহবধূ রুমা অবসর কাটাতে ভিডিও ব্লগ শুরু করে । নানান দেশ থেকে বাঙালী বধূরা ওকে সমর্থন করে চিঠি দেয়। উপদেশ চায় । আড্ডা দেয় । বলে : হোম্ ট্যুর করো । আমাদের দেখাও কী পরো, খাও, কী কী গয়না দিয়ে সাজো ।

রুমা, তার স্বামী অনিন্দ্য মল্লিকের অনুমতি নিয়েই এইসব ভিডিও করেছে । সবার অনুরোধ মেনে ।

দেখিয়েছে সবকিছু খোলামনে ।

--আপনাদের কাছে কিছু লুকাইনা । সব শেয়ার করি ।

এমন কি হীরে, জহরৎ ইত্যাদিও দেখিয়েছে । বাসার লুকানো সিঁড়ি , গুপ্ত কুঠুরি সব এখন সবার নখদর্পণে । এমনকি ভিডিওতে হিট্ বাড়ানোর জন্য যে সমস্ত সংস্থা চিঠি দেয় আর পয়সা চায় ফেসবুক ইত্যাদিতে লাইক বাড়িয়ে দেবার কথা বলে সেইসব সংস্থাতে যোগ দিয়ে রুমা দেখিয়েছে যে সেলিব্রিটিদের থেকেও ওর চ্যানেলে বেশি লোক আসে । তাই সেলিব্রিটিদের বাড়ি আর অন্দর মহলের নকলে নিজের সব দেখিয়েছে । পুলিশ সেলিব্রিটিদের কথা শোনে , আম-আদমির কথার তত গুরুত্ব দেয়না হয়ত তাই আজ বেশ কয়েক মাস হয়ে গেলেও রুমার হত্যাকারিকে ধরা যায়নি ।

ওর দেহটা পিস্ পিস্ করে ফর্মালিনে চুবিয়ে রেখে গেছে , খুনী ।

পুলিশের সাফ কথা :: কে বলেছিলো হাটে হাঁড়ি ভাঙতে ? এসব তো হবেই । দুনিয়া খুব নিষ্ঠুর আর তার কালো থাবা থেকে বাঁচার চেষ্টা না করে এইভাবে খুনীকে ডেকে আনলে, নিমন্ত্রণ জানালে -- আমরা কী করবো ?

খুনীর সম্পর্কে পরে জানা যায় যে সে বিদেশ থেকে আসে । অনাবাসী ভারতীয় । নাম মিকি মাউস মুখোপাধ্যায়। বিদেশে বহুদিন ছিলো । ৩৫ বছর পরে স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ হয়ে যায় কোনো কারণে । একাই থাকতো লোকটি । কাজ করতো সরকারি অফিসে । ওর কাজ ছিলো---- বন থেকে কাঠ কুড়িয়ে, গাছ কেটে নিয়ে যারা পয়সা বাঁচানোর জন্য জ্বালানি হিসেবে কাজে লাগায়, তাদের কাউন্সিলিং করা । ওদের বোঝানো যে বন্য পশুরা অনেক সময় হিংস্র শিকারি অথবা বড় জন্তুর হাত থেকে বাঁচতে এইসব গাছের কোটরে আশ্রয় নেয় । কাজেই ওদের ধবংস করা অনুচিত । বরং কাঠ, বাজার থেকে সংগ্রহ করো ।

মিকি মাউস এগুলো কেন করেছে ?

-হিংসায়।

কিসের হিংসা ?

-ওর বৌ নেই । এর সাজানো সুন্দর সংসার আছে ।

মিকি মাউস কি সাইকো ? এর উত্তর কেউ জানেনা ।

ফিদা

ফিদার বাবা, সুদূর এক মুসলিম দেশ থেকে পরবাসে পাড়ি জমান । গৃহযুদ্ধের কারণে ওদের সমাজ ক্ষতবিক্ষত । কয়েকটি দেশে ভাঙে, একটি বড় দেশ । ওদেরই নানান রাজ্য- নানান নতুন দেশ হয় । সরকার সেইসব রাজ্যের লোকেদের বলে তাদের জন্য তৈরি হওয়া দেশে চলে যেতে । যারা মিশ্র জাতি হয়ে গেছে তারা বলে --আমাদের কেটে টুকরো টুকরো করে দুই/তিনদিকে দিয়ে দাও ।

বেশ কিছু বাচ্চাকে নিয়ে ফিদার বাবা ও দুই মা , বিদেশে চলে আসে । এক মায়ের সাথে বাবার বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও, ভাগ্যের সন্ধানে নতুন দেশে যাবার সময় তাকে ফেলে আসতে পারেনি ফিদার বাবা ; ঐ ডামাডোলের রাজ্যে । ফিদাও মেমসাহেবের প্রেমে পড়ে । মেম বধূ , কায়রা ডানিংস্ ভালো মেয়ে । ৩০ বছর বিবাহিত জীবন আর তারও আগে ওরা লিভিং

রিলেশানে ছিলো বেশ কিছু বছর । কায়রা ওকে ছেড়ে যায়নি । শেষ সময় অবধি ওর কাছেই ছিলো ।

কিন্তু সে মারা যেতে বাচ্চারা আর বাপের কাছে আসেনা । বুড়ো বাপের কাঁধের হাড় সরে গেছে । একা একা কাজ করে খায় । সন্তানেরা চায়না যে সে আবার বিয়ে করুক বা পার্টনার আনুক কিন্তু ফিদা একা একা আর পারেনা । **একটি কন্যা সন্তান অবশ্যই আসে নিয়মিত ।**

তবে সে আসে নিজের ফ্রাস্টেশান ঝাড়তে । বাবাকে এন্তার গালিগালাজ করে, টেররিস্ট বলে আর মারধোর দেয় । ফার্নিচার বা টিভি সেট ভেঙে দিয়ে যায় । তবুও বাবা, পরেরবারও তাকে ঢুকতে দেয় । বলে : **আর কেউ তো আসেও না । আই হ্যাভ ফাইভ অফ্ দেম । বাট সি ইজ দা ওয়ান হু স্টিল ভিজিট্স্ মি। আমি ডাইরিতে সব লিখে রাখি । কাগজকেই বলি কেবল এই অত্যাচারের কাহিনী !**

পুলিশ একবার এসেছিলো পড়শির অনুযোগ পেয়ে । কিন্তু বাবা বলে দিয়েছে যে আমার মেয়ের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই । ও আমার সাথে এইভাবে খেলা করে । বাপের কাছে বাচ্চারা সবসময়ই খেলোয়াড় ।

অর্থই অনর্থম্

ফাইনান্সে, ডক্টরেট করার চেষ্টা করা ছাড়াও তিন তিনখানা মাস্টার্স ডিগ্রী আছে সিন্ধুর । সিন্ধু ওর নাম । আর ধাম হল ফুটপাথ । একটি ট্রলিতে করে সামান্য জিনিস নিয়ে ঘুরে বেড়ায় পথে পথে । একের পর এক চাকরি গেছে স্রেফ দূর্ভাগ্যের কবলে পড়ে । কোথাও অফিস উঠে গেছে তো কোথাও লোক ছাঁটাই শুরু হয়েছে আবার কেউবা নিজেদের পলিটিক্সের জন্য ওকে বলির পাঁঠা করেছে । সিন্ধু অবশ্যি ডক্টরেট্ কমপ্লিট করতে পারেনি । ব্যাঙ্করাপ্ট হয়ে গেছে । চট্ করে লোনও পাবেনা আর, বেশ কিছু সময় অবধি ।

রাতে একটি শপিং মলের সিকিউরিটির ঘরে থাকে । আর দিনের বেলায় বাইরে কাটায় । এই শহরে বেজায় শীত পড়ে । মাইনাস ডিগ্রী কিছু নয় এখানে । হামেশাই হয় । ভিক্ষা করতে লজ্জা লাগে তাই ভাঙা

গলায় গান করে । নিজের লেখা আর সুর দেওয়া । মিউজিকটা ভালো পারতো । কম্পোজও করতো নিজে আগে । সেটা করেই দিন কাটায় । আর একপাশে মাস্টার্স ডিগ্রী গুলো সাজিয়ে রাখে । অনেকে সেগুলো দ্যাখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, আর ওকে অনেক অনেক ডলার দান করে চলে যায় -- পুওর ফেলো !!

আবার অনেকে ফুল কিনে ডিগ্রীগুলোর পাশে সাজিয়ে দিয়ে যায় ।

এটা শুনে মনে হবে লোকটার এবার একটা কিছু হোক্ । তা হ্যাঁ, সত্যি সত্যি একদিন এক গায়ক ওকে নিজের বাসায় নিয়ে যায় । আপাততঃ সে ; গায়ক জিম ক্যাবরাসের ক্যাবারের আসর --- হোটেল মায়ামিতে বাজনদারের কাজ করবে । ফুটপাত আর গৃহ নয় ।

সিকিউরিটির অচেনা অফিসও নয় । এক টুকরো আশা আর একচিলতে বাসা এখন সিন্ধুর কব্জায় ।

---ফাইনান্স পড়তে গিয়েই কাল হল , নাহলে হয়ত চাকরি যাবার পরে ছোটমোট কাজে ঢুকে কিছু আয় করতে পারতাম , ভেসে আসে সিন্ধুর দুখী দুখী স্বর ; মহাসিন্ধুর ওপাড় হতে ।

সবুজ তারা

অসম্ভব সৎ বলে পরিচিত উদ্দালক বসু ---মানব সমাজের বুকে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র । বড় চাকুরে উদ্দালক, হঠাৎ নগদ পাঁচ কোটি টাকা তার দেশের আহত সৈনিকের জন্য কাজ করা এক সংস্থায় দান করেছে ; বিদেশ থেকে ।

এটা এমন কিছু বিরাট খবর নয় । পার্সোনাল মিডিয়ার যুগে সবাই নিজের ঢাক পেটাতে ব্যস্ত তবুও এটা তেমন বড় সংবাদ হয়ে দেখা দেয়নি । **ভালোমানুষ তাই দান করেছে-- এরকম ভেবেছে সবাই ।**

আসলে গোপন যা কিছু আছে উদ্দালকের তা হল তার বাবা এক সিনিয়ার সরকারি অফিসার- আমলা ছিলেন । একবছরই মাত্র বেঁচে ছিলেন অবসর নেবার পরে । অতিরিক্ত মদ্যপানে লিভারে পচন ধরে মারা যান । পরে তার মা, পেনশান পান । কিন্তু তিনি মারা যেতেই

কাউকে ইনফর্ম না করে উদ্দালক প্রায় এক বছর ধরে পেনশান তুলে যায় । পরের বছরের লাইফ সার্টিফিকেট যখন দেবার সময় আসে , (বছরে একবার দিতে হয়) তখন টাকা নেওয়া বন্ধ করে । মা ততদিনে স্বর্গে । মায়ের সই জাল করে করে টাকা তোলা, ছায়ামানুষ উদ্দালক আজ সততার হিসেবে, সমাজের শিখরে । উচ্চপদে কাজ করা সত্ত্বেও কোনো স্ক্যাম নেই তার । উদ্দালক তো সই জাল করেনি একটা বক্ররেখাকে নাকি কপি করেছে । আসলে আঁকার হাত ভালো ছিলো তার, তাই সহজেই হয়েছে । আর ঐ টাকাগুলো তো বাবারই প্রাপ্য । বাবা যদি অনেক বাঁচতো তাহলে সরকারকে দিতে হতো ।

কোনো কারণে, তার নাকি তখন টাকার খুব দরকার ছিলো । পরে আত্মশুদ্ধির জন্য এই অঢেল দান । এতদিনে তার আয় অনেক বেড়েছে , বিদেশে পাড়ি দিয়ে--- তাই এখন তো খরচ করতেই পারে- সৎ উদ্দালক যার নামখানি এক প্রাচীন কালপুরুষের রক্তে রঞ্জিৎ সে এমনই খাপছাড়া এক চরিত্র ! একসময় সে গরীব মানুষকে সাহায্য করার জন্য একটি লোকাল দরিদ্র চালকের জেব্রায় টানা গাড়ি করে যাতায়াত করতো । অসম্ভব শীত ছিলো তাই একদিন, নিজের চাদর খুলে তাকে দিয়েও দেয় ।

উদ্দালক এখন বলে যে চুরি করো কিন্তু পরে অনেক অনেক ডোনেট করে দাও ।অনেকেই তো এইসব করছে আজকাল । এই তালিকায় কত বড় বড় নাম রয়েছে ।

আসলে সবকিছুই বদলায় । তাই সততার সংজ্ঞাও হয়ত পাল্টে যায় ! আর কেবল সৎ নয়- সমাজে সে ডিগ্নিফায়েড, সফি সফি, কম্প্যাশানেট ----ব্লাহ্ ব্লাহ্ ব্লাহ্ ।

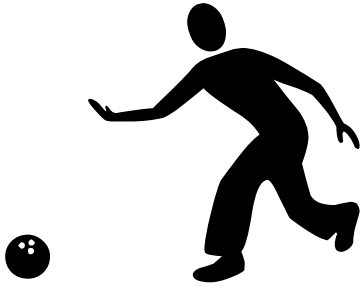

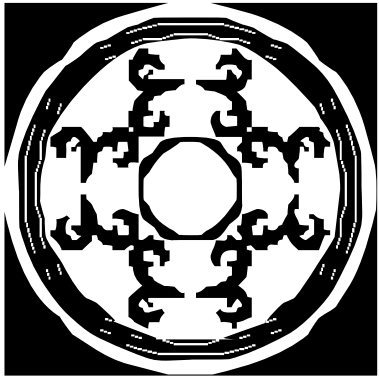

ছন্দসীর ছন্দে

ছন্দসী ; খুব কম বয়সে সংসারের দায়িত্ব নিয়ে কাজে নামে । একজন সফল ফায়ার ফাইটার । মেয়ে বলে কোনো কাজে অসুবিধে হয়নি তার । পুরুষ সহকর্মীরা অনেক সাহায্য করেছে , ইজ্জৎ দিয়েছে তাকে । তবে **রূপসী ছন্দসীর রূপের আগুনে** কেন যেন কেউ কোনোদিন পোড়েনি । হয়ত তার কাজ আগুন নেভানো বলেই । কোনো কিছুকে সে পোড়ায় না । জ্বালা ধরায় না ।

এহেন মেয়েটিকে নিয়ে কোনো কুকথা বা কারো সাথে জড়িয়ে ন্যাস্টি গল্পও কেউ বলেনা । কেউ এমনও বলেনা যে নারীত্বের দাবী করতে গেলে, বিয়ে ও মা হওয়াকে যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় তা ছন্দসীর নেই বলে সে নারী নয় । সে একজন পুরুষোচিত নয় কোমল মনের নারীই ! আগুন নিয়ে খেললেও সে বহ্নিপতঙ্গের মতন না ।

শীতল এই বহ্নিশিখার, বহুবার বিবাহ স্থির করেছে তার পরিবার-- যারা ওরই উপার্জনের ভরসায় থাকতো । নিজেদের বিয়ে হবার পরে ভাইবোনেরা ওকে উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজে দিতে আগ্রহী হলেও প্রতিবার বিয়ে ভেঙে গেছে কোনো না কোনো কারণে ।অনেক সময় পাত্র মারাও গেছে অপঘাতে । অনেকে আড়ালে ছন্দসীকে অপয়াও বলেছে । তার ছন্দে কেউ দুলতে পারেনা । সে সবাইকে অমিত্র করে ফেলে !

শেষকালে নিজেই নিজের পাত্র জুটিয়েছে মেয়েটি !

এক বসন্ত সন্ধ্যায় , হোলির স্পর্শে , রঙ জোছনায় স্নান করে আমাদের এই মেয়েটি বিয়ে করে ফেলেছে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকেই !

এতগুলো গোপিনী যাঁর ; তিনি কি আর এই অবলা নারীকে ফেলতে পারেন ? তাই এখন ছন্দসী অফিসিয়াল কাগজে নিজের নাম লেখে ছন্দসী যাদব ; কারণ লর্ড কৃষ্ণা ছিলেন ঐ কূলের একজন গৃহপালিত ।(শাস্ত্র বলে লর্ড কৃষ্ণা , কোনোদিন কোনো রমণীকে স্পর্শ পর্যন্ত করেননি , জানা আছে কি ?)

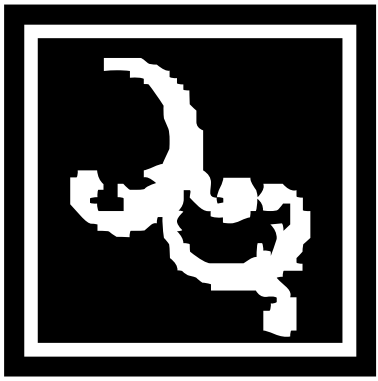

হস্তিনী

অসম্ভব পৃথুলা এক নারী , শিবিকা । ওজন তা কয়েকশো কিলো হবে । চর্বির পাহাড় আর মেদের স্তরে ডুবে গেছে যৌবন রস । লোকে বলে , ওকে কেউ তুলতেই পারবে না তো শিবিকা ! ওর নাম দেওয়া উচিৎ ছিলো কন্যা-কুমারিকা, লেক চিল্‌কা বা স্থুলকা ।

ওর স্বামী রত্নেশ কিন্তু ওকে নিয়েই খুশী । রত্নেশ এক রক্ষণশীল দ্বীপের মানুষ । লোকে বলে হোমিওপ্যাথি, হ্যানিম্যান আমাদের উপহার দিয়েছেন । আদতে-- ঐ দ্বীপের হিন্দু শাস্ত্রে নাকি এই একই নিয়মে চিকিৎসার কথা বলা আছে । লাইক কিওরস্ লাইক পদ্ধতি আরকি !

সেই হিন্দু দ্বীপ থেকে এসেছিলো উদ্দাম যৌবনের নৌকো চেপে, রত্নেশ । বহু আগে।ঐ দ্বীপে নাকি অনেক বাঙালি লোকেরা পালিয়ে যায় তাদেরই এক

রাজপুত্রের সাথে । সেই রাজকুমার রেবেল করেছিলেন বলে তাকে বিতাড়িত করা হয় বঙ্গ দেশ থেকে । তখন অনেক লোক-লস্কর নিয়ে উনি ঐ দ্বীপ- যার নাম খাম্বাজ , সেখানে পৌঁছান আর বসবাস করতে শুরু করেন । খাম্বাজ দ্বীপের এক কৃষ্ণকলি, অভিজাত এক কন্যাকে গৃহিনী করে সংসার শুরু করেন ।

রত্নেশ, ঐ রক্ষণশীল দ্বীপের মানুষ হলেও মুক্তমন তার । যুবক বয়স থেকে সে প্রবাসে । পড়াশোনা করেছে বিদেশেই । ওয়ান নাইট স্ট্যান্ডে অভ্যস্থ রত্নেশ স্থির করে যে জীবনে কোনোদিনই সে বিয়ে করবে না । মেয়েদের একদম সিরিয়াসলি নেয়নি । ওরা এক রাতের পরী, ব্যস্ ! জীবনের সাথী করার মতলব ছিলো না ।

ওরা স্থায়ীভাবে এলেই নানান বাধা নিষেধের জালে জড়িয়ে ফেলে পতিকে । তারপর কেউ কেউ তো বসের ভূমিকা নিয়ে নেয় । অসহ্য লাগে রত্নেশের । নানান আকারের, বর্ণের, হাইটের, মুখশ্রীর মেয়েদের দেহসুধায় ডুব দিলেও রত্নেশ শেষমেশ বিয়েই করে ফেলে **মুট্‌কি, হস্তিনী** রূপে চিহ্নিতা- শিবিকাকে ।

যদিও বিয়ের আংটির সাইজ ছিলো শসার মতন ।

কারণ শিবিকাই নাকি একমাত্র মেয়ে যাকে দেখলে ওর বুকের ভেতরে কেমন করে । কেন করে সেও যুবকটি স্পষ্ট করে কিছু বোঝেনা । একধরণের নিরাপত্তা হয়ত, কে জানে ?

শিবিকা ওকে ছেড়ে কোনোদিনও যাবেনা কারণ আমাদের হিন্দি মুভির টুনটুনের মতন ওর গড়ণ । মুখটাও কিঞ্চিৎ ঐ ধরণের ! কাজে কাজেই ! রোমান্স যে হচ্ছে তাই ঢের । ওর দাদারা ওর বিয়ের জন্য চেষ্টাও করেনি কারণ ওকে যার হাতে তুলে দেবে মানে যদি সে ওয়েট লিফটিং করতেও পারে তাহলেও নাকি তাকে ঠকানো হবে । কাজেই একজন জ্যান্ত পাত্র পেয়ে শিবিকা খুশী ছিলো । তাকে ছেড়ে অজানায় পাড়ি দেবার কোনো মানেই হয়না ।

এইটুকু ভরসা যে আছে সেটাই রত্নেশকে ভাবিয়েছে । কারণ এই পরবাসে, ডাইভোর্স রেট খুব হাই । অ্যাভারেজ বিয়ের বয়স হল মাত্র দশ বছর । আরো কম ; আসলে দশবছর খুব লম্বা আর সহনশীলদের রেকর্ড-এ থাকে । তাই পৃথুলা মেয়েকেই বাহুডোরে বেঁধেছে রত্নেশ । মাঝে মাঝে মনে হয় যেন সাঁচী বা সারনাথের কোনো থামের সাথে প্রেম করছে ! তবুও বিয়েটা টিঁকেই রয়েছে । বৌ পালানোর ভয় নেই

।স্ট্রেস নেই । বৌ আর বই একবার হাতছাড়া হলে ফেরৎ পাওয়া মুস্কিল বলেই হয়ত ।

ওপরটা না দেখে গভীরে যাও ! এই মন্ত্র জপে রত্নেশ ।

সমুদ্রের ওপরে উত্তাল ঢেউ আর অস্থিরতা কিন্তু একেবারে গভীরে এক শান্ত, সমাহিত অবস্থান । তাই বারবার ঝামেলা মানে স্রেফ বিচ্ছেদ আর ডাইভোর্সের শীলমোহর এড়াতে বিবাহ করে শিবিকা সখীকে ।

বিয়েটা যখন হয়েই গেছে তখন তা টিঁকিয়ে রাখাই বাঞ্ছনীয় ও বুদ্ধিমানের কাজ- নয় কি ?

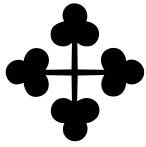

রেস্কিউ অপারেশান

জলনগরী আলফাতুনের মধ্যেই অনেক অনেক লেক । গভীর জলরাশিতে নানাবিধ ওয়াটার স্পোর্টস্ হয় । নৌকো বিহার , সাঁতারের প্রতিযোগিতা সবই চলে ।

একবার এক জলাশয়ে ডুবে যেতে থাকে, এক স্নানরতা- নগ্ন যুবতী । পাড়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত মানুষ অপেক্ষা করছে রেস্কিউ টিমের । তাদের খবর দেওয়া হয়েছে । মেয়েটি খাবি খাচ্ছে তবুও কেউ জলে নামেনি । সেদিন অসম্ভব শীতল আবহাওয়া তাই কেউ চট্ করে জলে নামতে চায়নি নিউমনিয়ার ভয়ে বোধহয় । রেস্কিউ টিমও আসছে না । তাদের দেরী হচ্ছে খুব ।

হয়ত জ্যামে আটকে গেছে । আজকাল যেমন কার্টুনে দেখায়, লোকেরা হাতে মোবাইল ও ফোল্ডিং, ছোট্ট সিঁড়ি নিয়ে চলাফেরা করে । জ্যাম হলে গাড়ির মাথায় উঠে পড়ে সিঁড়ি বেয়ে- তারপর মাথা দিয়ে দিয়ে পেরিয়ে যায় রাস্তা ; ওভার ব্রিজের মতন করে । কিন্তু রেস্কিউ টিম তো এইভাবে আসতে সক্ষম নয়-- কারণ তারা যন্ত্রপাতি নিয়ে আসছে ।

এমন সময় এক সন্ন্যাসী ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন । মুন্ডিত মস্তক , আকাশী জোব্বা আর হলুদ জামা পরা এই সন্ন্যাসী হঠাৎ সব খুলে ফেলে জলে ঝাঁপ দেন ! নারী দেহ স্পর্শ না করার নিয়মে আবদ্ধ এই মানুষ, **লেপম্** নামক এক ধর্মের সাধু যারা মেয়েদের থেকে শত হস্ত দূরে বসে সাধনা করে । ওদের মধ্যে সাধ্বীর সংখ্যা খুবই কম । থাকলেও তারা আলাদা থাকে । নারী ও পুরুষের মঠ আলাদা ।

তবুও সমস্ত শীতল বাতাসকে উপেক্ষা করেই বিবসনা মেয়েটিকে তুলে আনেন আর তার জীবন বাঁচান ।

রেস্কিউ টিমের অপেক্ষায় পাড়ে দাঁড়ানো হতবাক মানুষের দল নিজেদের মধ্যে গুঞ্জন করে ওঠে , উনি না লেপম্ সাধু , ওঁর না মেয়েদের স্পর্শ করা বারণ ! আর এ তো একদম ল্যাংটা --নাহ্ জাত গেলো ওঁর ! হয়ত নরকেও যেতে হতে পারে !

সন্ন্যাসী কিন্তু মেয়েটিকে কেবল প্রাণেই বাঁচাননি, তাকে একটি প্রণাম করার সুযোগও দিয়েছেন- হাসি মুখেই ।

যাবার আগে সবার উদ্দেশ্যে বলে গেলেন, **আত্মার কোনো লিঙ্গ নেই । প্রলোভন কাটাবার জন্য মঠে আমাদের আলাদা করা হয়েছে তাই বলে শাস্ত্র তো আর বলেনি যে বিপদে পড়লে ওদের বাঁচাবে না ! জীবে দয়া করে যেইজন, সেইজনই সেবিছে ঈশ্বর । আমি বাইরের খোলসটা দেখিনা- অন্তরে যে আলোর স্ফুলিঙ্গ রয়েছে সেটা দেখি । আমি কাউকে দেহ বলে মনে করিনা । শক্তি বলে মনে করি । আর আমিই প্রথম নই, প্রাচীন এক মরাল সায়েন্স গল্পে আছে যে এক সন্ন্যাসী একবার এক দূর্বল নারীকে নদী পার করিয়ে দেন তাকে কোলে নিয়ে । অন্যান্য শ্রমণেরা বিদ্রুপ করলে বলেন , আমি শুধু ওকে পার করিয়ে দিয়েছি । আর ওটা নিয়ে ভাবছি না । তোমরাই ওগুলো নিয়ে এখনও ভাবছো, আলোচনা করছো আর মনের বিষসঞ্চার করে সামান্য একটা ঘটনাকে, আতসকাঁচের নিচে ধরে বৃহৎ আকারে নিয়ে যাচ্ছো ।**

বিউটিশিয়ান

মেয়েটি ছেলেবেলা থেকেই সাজতে খুব ভালোবাসতো । সবসময় সাজের জিনিস নিয়ে বসে থাকতো । সুন্দর সুন্দর রঙীন টিপ্, নেল পালিশ , আই লাইনার ছিলো তার নিত্য সঙ্গী । পুতুল খেলেনি মেয়ে কোনোদিনই । বরং সাজসজ্জা নিয়েই ব্যস্ত থাকতো । স্কুলে চড়া মেক আপ করে যেতো । লকস্ কেটে , ভ্রূ এঁকে গেলে টিচারেরা ওকে শাস্তিও দিতো । তবুও রূপলাগি আঁখি ঝুরে যার তাকে কি আর বদলানো সহজ ?

কোন মাস্কারা , রুজ , আই লাইনার কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সব জানতো ছোট্ট বয়স থেকেই !

কাজেই বড় হয়ে যে সে একজন বিউটিশিয়ান হবে তাতে আর আশ্চর্য কি ?

মেয়েটির নাম ছিলো সোনালী । সোনার মতন রঙ তার আর রূপার মতন মেক-আপ !

ভ্রমর কালো কেশ , আঁখি পল্লব গাঢ় মেঘের মতন !

বিয়ে হল এক অর্থনীতিবিদের সাথে । ভদ্রলোকের বাসায় ভারি আপত্তি । এ কেমন মেয়ে ? লোকের চুল ছাঁটে , ভ্রূ চাঁছে । মুখে রং মাখায় ! এরকম বৌ আমরা চাইনা । মেধাবী এক ইকোনমিস্ট নাকি এমন এক প্রফেশনের মেয়েকে বধূরূপে বরণ করবে ! ছিঃ ছিঃ এমন হয় নাকি ? হয়েছে কখনো ?

কিন্তু ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা । নিজের পছন্দের মেয়েকেই বিয়ে করবে সে । করেও ফেলে ।

সোনালী কিন্তু ইদানিং আর মেক-আপ বক্স নিয়ে বসেনা । ইউ-টিউবে বিউটি নিয়ে ভিডিও পর্যন্ত আপলোড করেনা । আজকাল নাকি ওর মেক-আপ দেখলেই বমি পায় । কিন্তু কেন ? হঠাৎ কেন এমন চেঞ্জ এলো ? যে ছোটবেলা থেকে রঙীন গুঁড়ি গুঁড়ি টিপ পরে , অসংখ্য কাঁচের চুড়ি -রং বাহারি , বিশেষ পোকা মেরে তাদের অপরূপ কারুকার্য করা পিঠটা খুলে নিয়ে টিপ্ পরা

এসব করতে অভ্যস্ত, সেই মেয়েটি কেন এমন বদলে গেলো ? সে কি শুধুমাত্র এক পন্ডিতের ঘরণী হয়েছে বলে ? শ্বশুর কূলের মান রাখতে ? নাকি অন্য কিছু ?

আসলে এক দেশের ভগ্ন , নুয়ে পড়া ইকোনমি সামলাতে তার স্বামী সেই দেশে যায় । গৃহযুদ্ধে ভেঙে পড়া ঐ সমাজে মেয়েটিও যায় পতিদেবের সাথে । সেখানে গিয়ে দেখে মানুষের দু:খ । হঠাৎ করে বোমা পড়ছে । শিশুরা খেলতে খেলতে জখম হচ্ছে । মারা যাচ্ছে । ক্ষেতে ফসল তুলতে তুলতে মানুষ , গুলির আঘাতে মৃত । সবসময় ওখানে হিংসা আর লড়াই হচ্ছে । পথচারীকে ; লুকিয়ে থাকা কোনো কোণ থেকে বেরিয়ে আক্রমণ করছে নিজেদেরই দেশের সৈনিকেরা । একবার কেউ বাইরে কোথাও গেলে ঘরে ফিরবে কিনা কেউ জানেনা । প্রতিটা মূহুর্ত ওখানে কুয়াশা মোড়া । এক আজব কুহেলির স্পর্শ সর্বত্র । আর দেশবাসীর অবস্থা ভয়ানক । নিজের রাজ্যে নিজেরাই পরবাসী তারা । যুদ্ধের ভয়াল পরশ সবার দেহে, অস্থি মজ্জায় । ওখানে কোনো বিউটি কুইন নেই কিংবা মেক-আপ বক্স !

সোনালীর স্বামী ওকে বললো , **ওদের আআয় একটু মেক-আপের ছোঁয়া দিও তুমি ! পারবে ? পারবে ওদের**

চেতনায় ফেসিয়াল করে দিতে- ওদের শুন্য সমাজের, হেয়ার ডাই করে ফেলতে ? বলো ?

তাই বুঝি মেয়ে ; সাজসজ্জা ডকে তুলে শুধু লজ্জা নিবারণের জন্য আজ পোশাক পরেছে । হাতে নেই কাঁচের চুড়ি কিংবা ভ্রূ-পল্লবে মেঘের পরশ । কারণ সোনালী ; সোনালী থেকে সোনা হবার কথা ভেবেছে ।

সোনার মেয়ে নয় ; এই সোনা সেই সোনা যা একেবারেই আকরিক !

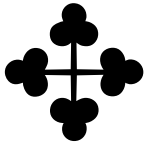

REALITY

AN INNOVATOR AND THINKER WAS CONCERNED ABOUT THE FACT THAT MAN COULD NOT FORESEE FUTURE EVENTS. AFTER MUCH RESEARCH HE INVENTED A TIME MACHINE THAT WAS CAPABLE OF VISUALLY DISPLAYING 50 YEARS AHEAD OF ONE'S LIFE TO THE MACHINE'S USER. ACCIDENTALLY, ONE FINE MORNING THE INVENTOR'S WIFE APPEARED BEFORE THE MACHINE, THAT SHOWED HER AS A BED RIDDEN, DISEASED AND HAGGARD LADY. ON SEEING THIS, THE RESEARCHER TURNED LUNY, UNABLE TO DIGEST THIS REALITY ABOUT HIS GORGEOUS WIFE. THE MACHINE WAS STILL THERE IN THE SAME ROOM, BUT THERE WAS NO ONE TO ACCEPT THE TRUTH IN ALL ITS NAKEDNESS. ON THE BACKDROP OF EVENTS, GREAT TEACHER TIME WAS LAUGHING AND SERMONING TO LIVE - IN THE PRESENT.

Published –Gargi's Page- Author Central,
www.amazon.com

The end